SAVING LIVES
CHANGING LIVES

ডাব্লিউএফপির কোবিড-১৯ রেস্পন্স : স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা

কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্যোগপ্রবণ একটি জেলা। করোনা ভাইরাস মহামারী এই দরিদ্র ও অনুন্নত অঞ্চলের বিভিন্ন জটিলতাসমুহকে আরো তীব্রতর করেছে। এই অঞ্চলের ৩০ শতাংশেরও বেশি মানুষ অপুষ্টি ও শোচনীয় খাদ্য সংকটে ভুগছে।*

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস আক্রান্তের এর সংখ্যা বাড়ছে। এই রোগের সংক্রমণ রোধে দেশব্যাপী চলমান বিধিনিষেধ মেনে চলা জরুরি, তবে এই বিধিনিষেধগুলি দিন মজুরির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জীবন কর্মহীনতার জন্য কঠিন করে তুলেছে । এই সমস্যা সম্ভাব্য বর্ষা এবং ঘূর্ণিঝড় মৌসুমে আরও জোরদার হবে এবং ইতিমধ্যে চলমান খাদ্য সংকট এবং মৌলিক চাহিদার প্রয়োজনীয়তাকে আরো প্রশস্ত করবে।

২০১৮ সালে, ভারী বর্ষনেই কারণে ২৫,০০০ এরও বেশি শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ডাব্লিউএফপি অর্থনৈতিক ভাবে সবচেয়ে দূর্বল এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমর্থন করার জন্য বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ নিয়েছে।

চলমান মহামারীর জন্য ডাব্লিউএফপির অনেক কার্যক্রম স্থগিত করা হলেও, অত্যন্ত দূর্বল এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য কয়েকটি কার্যক্রমকে নতুনভাবে দ্রুত রূপান্তর এবং অভিযোজন করা হয়েছে।

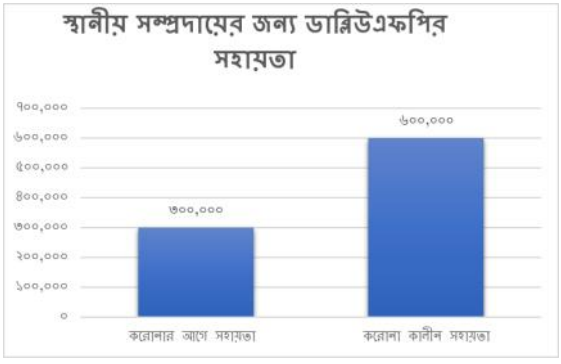

ইমার্জেন্সি রেস্পন্সের অংশ হিসেবে , ডাব্লিউএফপি স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০০,০০০ ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মাধ্যমে সহায়তা করেছিল এবং করোনা ভাইরাসের কারণে ৬০০,০০০ ব্যক্তিদের এই ইমার্জেন্সি রেস্পন্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

WFP
World Food Programme

*লেবার ফোর্স বাংলাদেশ রিপোর্ট — ২০১৬ -২০১৭

সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় করে বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তার নিশ্চয়তা জনগণের পক্ষ থেকে আস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

ডাব্লিউএফপি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বর্ধমান প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত এবং সেই উদ্দেশ্যে খাদ্য এবং নগদ সহায়তার উপযোগী প্রোগ্রামগুলি ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে। ডাব্লিউএফপি ১৩,০০০ হাজারের ও বেশি শিশু এবং গর্ভবতী এবং স্তন্যপানদানকারী মহিলাদের জন্য পুষ্টি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। ডাব্লিউএফপি প্রোগ্রামের অভিযোজনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করাকে সর্বোচ্চ প্রাধন্য দিয়ে থাকে। পাশাপাশি, ডাব্লিউএফপি বাংলাদেশ সরকার , সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় সুরক্ষা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে ।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সহায়তা

জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে ডাব্লিউএফপি করোনাভাইরাস রেস্পন্সের অংশ হিসাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছে। ডাব্লিউএফপি তিন থেকে ছয় মাসের ব্যবধানে মোট ১০৫,০০০ পরিবারকে সহায়তা করার পরিকল্পনা করেছে, যার মধ্যে ডাব্লিউএফপির লাইভলিহুড কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগে থেকে চিহ্নিত অত্যন্ত দুর্বল পরিবারগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডাব্লিউএফপি রেস্পন্সের অংশ হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য এককালীন খাদ্য এবং নগদ সহায়তার একটি হাইব্রিড প্যাকেজ চালু করেছে । উপকারভোগীরা প্রথম পর্যায়ে বিস্কিট সহায়তা পাচ্ছে , এবং সহায়তার চূড়ান্ত পর্যায়ে ডাল এবং উদ্ভিজ্জ তেল এবং নগদ অর্থ সহায়তা পাবেন। কক্সবাজারের দশটি উপ-জেলায় এই স্কিমটি কার্যকর করা হচ্ছে।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

গত দুই দশক ধরে ডাব্লিউএফপি স্থানীয় এবং শরণার্থী সম্প্রদায়গুলিতে পরিপূরক খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিশেষত কক্সবাজারে, ডাব্লিউএফপি সরকারের সহযোগিতায় ৫২৪ টি বিদ্যালয়ের ১৩৪,৫১৯ জন শিশুদের সহায়তা করেছে। কোভিড -১৯ মহামারীর সময়কালীন ,ডাব্লিউএফপি কক্সবাজারের পাঁচটি উপজেলা জুড়ে বাচ্চাদের প্রত্যেকের জন্য দুই মাসের মোট ৫০ টি বিস্কুট প্যাকেট সরবরাহ করছে (যেসব উপজেলাগুলিতে জরুরী সহায়তা কার্যকর করা হচ্ছে সেগুলি বাদে)। এই কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা হবে।

হিউম্যানিটারিয়ান এক্সেস প্রকল্প

লজিস্টিক সেক্টর ডাব্লিউএফপি, শরণার্থী ত্রাণ এবং প্রত্যাবসান কমিশনারের অফিস, এবং আইএসসিজি এর সহযোগিতায় হিউম্যানিটারিয়ান এক্সেস প্রকল্প চালু করেছে। এটি একটি প্রয়োজনীয় এবং সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড সমাধান যা রোহিঙ্গ্যা শিবিরগুলিতে যাওয়ার পথে দীর্ঘ ট্র্যাফিক জ্যামের কারণে সৃষ্ট বাধাগুলির কথা বিবেচনা করে তৈরী করা হয়েছে এবং সরকার,বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষের পরিষেবা প্রদানের কাজকে সহজ করেছে। এটি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, অনুমোদিত ক্যাম্পগুলিতে ভ্রমণকারী যানবাহনগুলির ডিজিটাল যাচাইকরণ এবং ডকুমেন্টেশন নিশ্চিত করেছে। কিউআর কোড স্ক্যানিংয়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়েক মিনিটের মধ্যে গড়ে ৭০০ টি গাড়ি চারটি বিভিন্ন চেকপোস্ট অতিক্রম করতে পারে। এটি কার্যকরভাবে ন্যূনতম শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা

কোভিড -১৯ সঙ্কট মোকাবেলায় , ডাব্লিউএফপি বাংলাদশ সরকারকে সমর্থন করার জন্য বহুমুখী পদ্ধতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া, ডাব্লিউএফপি মধুরছাড়া হাবের আবাসন সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে যাতে মানবিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিরা শিবিরগুলির কাছাকাছি রাতে অবস্থান করতে পারে।

সক্ষমতা জোরদার করন

- ১৭টি প্রিফ্যাব
- ২ টি মোবাইল সার্ভিস ইউনিট
- ৩ টি হাই-প্রেসার গাড়ি ওয়াশার
- ১৪ টি থার্মাল বন্দুক
- ১০ টি জেনারেটর
- মানবিক সংস্থাগুলির ব্যবহার এবং বিতরণের জন্য ১,০০০ কেজি ব্লিচ

সরকারী কোয়ারান্টাইন এবং আইসোলেশন কেন্দ্রে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ইন-কাইন্ড খাদ্য সহায়তা প্রদান

- জাতিসংঘ / মানবিক সংস্থাগুলির দ্বারা নির্মাণকৃত কেন্দ্রে শরণার্থী শিবির এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়া
- মোট ৪,৫০০ জনকে সহায়তা দেয়া হবে

ডাব্লিউএফপির স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ইমার্জেন্সি রেস্পন্স কর্মসূচি

ডাব্লিউএফপি কোঅপারেটিং পার্টনারদের সহযোগীতার মাধ্যমে (লাইভলিহুড কার্যক্রমের সদস্যরা অংশগ্রহণ করছে) মাস্ক উৎপাদন শুরু করেছে

করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য মাস্কের ব্যবহার অপরিহার্য। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ জনেরও বেশি ডাব্লিউএফপির লাইভলিহুড কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এই মাস্ক তৈরিতে নিযুক্ত আছেন যা স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

"আমি আগে নিজের সেলাইয়ের ব্যবসা চালাচ্ছিলাম যা মহামারী আসার পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি এখন স্বস্তি বোধ করছি কারণ মাস্ক উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত অর্থ আমাকে অনেক সাহায্য করছে এবং আমি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য।"

কোভিড -১৯ সঙ্কট মোকাবেলা: সহায়তার জন্য যৌক্তিকতা

এই চলমান মহামারী জনগণের খাদ্য সুরক্ষা এবং জীবনযাত্রার পরিস্থিতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে, বাজারের দামের অস্থিরতার কারণে চাল, মসুর ও তেলের মতো প্রধান সামগ্রীর দামগুলোতে প্রভাব ফেলেছে।

ডাব্লিউএফপি একটি মার্কেট এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে প্রমান পেয়েছে যে ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে চাল, রান্নার তেল এবং ডাল (লাল মসুর ডাল) এর দাম ১০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই লক্ষ্যে ডাব্লিউএফপি কক্সবাজার জেলায় বসবাসকারী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে খাবার এবং নগদ সহায়তা প্রদান করবে। এটি সামাজিক যোগাযোগ এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনাগুলিকে উন্নত করেছে।

এটি সাথে সাথে জনগণের মধ্যে খাদ্য অভাব এবং একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সহায়তা বিতরণ সম্পর্কিত ভুল তথ্য বা উদ্বেগকে হ্রাস করতে সহায়তা করে। ডাব্লিউএফপি এই অঞ্চলের সামাজিক সংঘাত নিয়ে যথেষ্ট অবগত রয়েছে এবং এই সংবেদনশীলতা থেকে ডাব্লিউএফপি বিভিন্ন ধরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাতে ইতিবাচক প্রভাবগুলি বিস্তৃতি লাভ করে এবং নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস পায়। এই লক্ষ্যে "**কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটিস**" চ্যানেলগুলির সাথে সম্পৃক্তির মাধ্যমে ডাব্লিউএফপি অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম এবং বর্ধিত যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে : ডাব্লিউএফপি স্থানীয় সম্প্রদায়ের **প্রায় ৬০০,০০০ লক্ষ ব্যক্তিকে** সহায়তা করার পদক্ষেপ নিয়েছে।

এছাড়া, সম্প্রদায়, পরিবার এবং স্বতন্ত্র স্তরে সংহতি ও পারস্পরিক বিশ্বাস নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

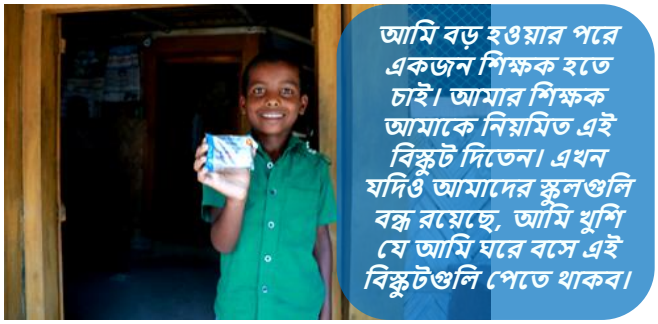

মাঠ থেকে কণ্ঠস্বর

পপি বড়ুয়া ডাব্লিউএফপি ফার্মার্স মার্কেটে একটি দোকান দিয়েছিল যা কোভিড -১৯ এর কারণে স্থগিত হয়ে গেছে । কয়েক মাসের ক্রয়বিক্রয় থেকে তার যে সঞ্চয় হয়েছিল, সেই টাকাগুলি তাকে সবচেয়ে খারাপ দিনগুলিতে সহায়তা করছে । ডাব্লিউএফপি লাইভলিহুড প্রোগ্রামে অংশগ্রহনকারী, মহিলাদের মোবাইলে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত দূরবর্তী সচেতনতা সেশন শুরু করেছে। এটি অংশগ্রহণকারীদের এবং তাদের পরিবারগুলির কাছে তথ্যের মূল উৎস হিসাবে কাজ করে যাদের যোগাযোগের অন্য কোনও পদ্ধতির সুবিধা নেই।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য ডাব্লিউএফপি লাইভলিহুড কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করেছে তাতে ৪০০টি দল আছে, পপি সেরকম একটি দলের সদস্য হিসেবে ফার্মার্স মার্কেটে নিজের পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল। ফার্মার্স মার্কেটে সঞ্চয় থেকে পপি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে।

"আমরা পানির ঘাটতির কারণে বিশাল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি যা এখন আমাদের নির্মিত নলকূপের কারণে সমাধান হয়েছে। আমাকে শাকসবজি চাষের জন্য প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পানি কিনতে হতো কিন্ত এখন পানি নিয়ে উদ্বেগের দিন শেষ হয়েছে। "

পপির মত, অন্যান্য মহিলারা কৃষকরা অনেক আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন এবং আর্থিক ও সামাজিকভাবে আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে মনে করেন।

চলমান মহামারী দরিদ্রতম স্থানীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার খাদ্য-সুরক্ষায় নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং তারা অত্যন্ত অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাস করছে।

কক্সবাজারের দরিদ্রতম স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সহায়তার প্যাকেজের অংশ হিসাবে ডাব্লিউএফপি সাধারণ খাদ্য সহায়তা এবং নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করছে।

স্থানীয়-সরকারী সংস্থাগুলির সহযোগিতায় দরিদ্রতম পরিবারসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

"আমরা এই পরিস্থিতিতে নিরাপদে থাকার জন্য কী করব এবং কী করব না সে সম্পর্কে ডাব্লিউএফপি থেকে তথ্য পেয়েছি। টেলিফোনের বার্তা এবং লিফলেট এর মাধ্যমেও আমরা প্রচুর তথ্য পেয়ে থাকি"

"এই মাসের শুরুতে আমরা ডাব্লিউএফপি থেকে বিস্কুট পেয়েছি। এই সহায়তা আমার বাচ্চাদের মাঝে স্বস্তি এনেছে কারণ তারা স্কুলে প্রতিদিন বিস্কুট পেত "

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বর্ধিত যোগাযোগ

ডাব্লিউএফপি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে একাধিক স্তরে জড়িত থাকার মাধ্যমে ভুল তথ্য এবং গুজব হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করে এর সিস্টেমগুলিকে উন্নত করেছে। ডাব্লিউএফপি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বার্তা ছড়িয়ে দিতে টুকটুকের মাধ্যমে মাইকিং করছে। একটি দ্রুত এসেসমেন্ট বা মূল্যায়ন থেকে জানা গেছে যে স্থিতিশীল খাদ্যের সরবরাহ এই পরিস্থিতি মোকাবেলার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল, দ্বিতীয়টি নগদ অর্থ হাতে পাওয়া। ডাব্লিউএফপির সচেতনতামূলক সেশন মহামারী প্রতিরোধের জন্য অনেক তথ্য প্রদান করেছে বলে উত্তরদাতারা স্বীকার করেছে।

সামনের পদক্ষেপসমূহ

- অত্যন্ত দুর্বল জনগোষ্ঠীকে তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য সরকারের সাথে সমন্বয়টা বজায় রাখা ।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের অভিযোজন বাস্তবায়ন করার সময় মাঠ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- মানবাধিকার সংস্থাদের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ইন-কাইন্ড এবং নগদ অর্থ সহায়তা অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ:
রিপোর্টস, বিশ্লেষণ এবং তথ্য পরিচালনা ইউনিট
COXSBAZAROIMREPORTS@wfp.org

ছবি ক্রেডিট: ব্রোক ডুবিওস, নালিফা মেহেলীন, সায়েদ আসিফ মাহমুদ
কভার ছবি: ডাব্লিউএফপি/ ব্রোক ডুবিওস
:ছবি: ডাব্লিউএফপি/ ব্রোক ডুবিওস